সমাজের অন্যায়-অনাচার দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হতো। মাঝে মাঝে তিনি হারিয়ে যেতেন মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে। প্রকৃতির খোলা পরিবেশে আনমনা হয়ে ভাবতেন, –এসব বিভ্রান্তি থেকে কিভাবে নিজের দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা যায়! সারা পৃথিবীর মানুষকে কিভাবে তাদের রবের সাথে পরিচয় করানো যায়!

আলোর পাহাড় জাবালে নূর

নিজের একান্ত সময়ের কাটানোর জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর একটা জায়গা নির্ধারণ করলেন। মক্কার কাছাকাছি একটা পাহাড়। নাম ছিলো জাবালে নূর। নূর পাহাড়। পাহাড়টা দেখতে সুন্দর কিন্তু উচ্চতা ছিলো অনেক। সেই উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিনের খাবার নিয়ে চলে যেতেন। তারপর সেই পাহাড়ের নিরব একটা গুহায় বসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কথা ভাবতেন। সেই গুহাটার নাম হলো 'গারে হেরা' বা 'হেরা গুহা'।

কয়েকদিন পরই খাবার শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসতেন না। এদিকে বিবি খাদিজা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাবারের কথা ভেবে অস্থির হয়ে যেতেন। শেষে নিজেই খাবার নিয়ে চলে যেতেন সেই পাহাড়ে। পাহাড়ের খাড়া দেয়াল পাড়ি দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

এভাবে দিন যায় রাত আসে, রাত গিয়ে হয় ভোর। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গুহায় ধ্যান করতে থাকেন।

হেরা গুহায় একদিন জিবরাঈল এলেন

জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নাম কি তোমরা আগে শুনেছ? তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা। আল্লাহ যতো মানুষকে নবী বানিয়েছেন সবার কাছে এই ফেরেশতাকেই পাঠিয়েছেন। সে কারণে জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলা হয় আল্লাহর ওহী অবতীর্ণকারী; বার্তাবাহক।

আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী অবতীর্ণ করার জন্যও আল্লাহ জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে পাঠালেন। তিনি হেরা গুহায় এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন শরীফের প্রথম সবক দিলেন। প্রথমদিন তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত শেখালেন। এর মাধ্যমেই আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত দান করা হলো।

বন্ধুরা, দেখলে তো, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহান একজন মানুষকেও প্রথমে কুরআন শরীফ শিখতে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে কুরআন শরীফের সবক দিয়েছেন।

তাহলে বলো, আমরাও যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অনুসরণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকেও তো কুরআন শরীফ পড়তে হবে, তাইনা?

কী, তোমরা তোমাদের উস্তাদজীর কাছে ভালোভাবে কুরআন শরীফ শিখবে তো?

খাদিজা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পাওয়ার কথা শুনে খাদিজা রাযি. খুব খুশী হলেন। তিনি তখনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে তারা দু'জন নিজেদের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন। কুরআন শরীফ পড়তেন।

কিন্তু শুধু নিজেরা আল্লাহর কথা মানলেই তো হবে না। অন্যদেরকেও ইসলামের পথে আনতে হবে। সেজন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া যায়। মূর্তিপূজা থেকে ফিরানো যায়। অন্যায় থেকে ফিরিয়ে ন্যায়ের পথে আনা যায়।

তবে এখানে একটা বড় প্রশ্ন হলো– যেসব মানুষ এতোদিন পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, মূর্তিপূজা করেছে, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, আরো কতো কতো খারাপ কাজ করেছে –সেসব মানুষ কি এতো সহজেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নেবে?

মনে তো হয় না। বরং এসবের বিরুদ্ধে হঠাৎ করে খোলামেলা বলতে গেলে তারা নিশ্চয়ই ভীষণ খেপে উঠতে পারে। এমনকি তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসা-ল্লামকে মেরেও ফেলতে পারে। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপাতত খুব চুপি চুপি দাওয়াতের কাজ করতে বললেন।

প্রথম সারির মুসলমান

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে মক্কার কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং সারা জীবন ইসলামের উপর অটল থেকেছেন তাদের বলে সাহাবী।

আল্লাহ তা'আলা সাহাবীদের উপর এতোটাই খুশী ছিলেন যে, তাঁদের ব্যাপারে কুরআন শরীফে আয়াত নাযিল করেছেন। বলেছেন, রাযিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাযু আনহু। এর অর্থ হলো– আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

এখনো কোনো সাহাবীর নাম শোনলে সম্মানের সাথে বলতে হয়– রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর কয়েকজন সাহাবীর নাম একত্রে শুনলে বলতে হয়– রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে যারা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই আলি ইবনে আবি তালেব রাযি.। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরনো বন্ধু আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা রাযি.। উসমান ইবনে আফফান রাযি.। সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.। বেলাল ইবনে রাবাহ রাযি. সহ আরো কয়েকজন।

দীনী দাওয়াত বন্ধের ষড়যন্ত্র

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপিসারে দাওয়াতের কাজ করলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু অনেকেই ইসলামের কথা জেনে ফেলেছিলো। তারা শুনে ফেলেছিলো যে, মুহাম্মাদ মানুষকে নতুন এক ধর্মের কথা বলছেন। যে ধর্মে মূর্তিপূজা করা যায় না। কারো উপর জুলুম করা যায় না। মিথ্যা বলা যায় না। হারাম খাওয়া যায় না।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এখনো প্রকাশ্যে তাদের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, এজন্য তারাও কিছু বলতে পারছিলো না। শুধু ভেতরে ভেতরে রাগে ফুসছিলো। সুযোগ খুঁজছিলো– কিভাবে ইসলামের প্রচারকে আটকানো যায়।

কিছুদিন পর তারা এই সুযোগ পেয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ করতে আদেশ করলেন। তখন থেকেই সবাই মিলে ইসলামের বিরোধিতা করতে শুরু করলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চাচা ছিলো আবু লাহাব। সেতো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়াসাল্লামের ধ্বংস কামনা করতে লাগলো।

অথচ ওরাই একসময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল আমীন বলতো। ঝগড়া বিবাদের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাকে মেনে নিতো। কিন্তু এখন আর ওরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মানতে চাইলো না।

ওরা ভেবে দেখলো– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মেনে নিলে মক্কায় ওদের নেতৃত্ব চলবে না। এতোদিন যেসব অন্যায় করেছে সেগুলোও আর করতে পারবে না। সেজন্য ঠিক করলো ইসলামের প্রচারকে এখনই বন্ধ করতে হবে।

দারুন নাদওয়ায় চক্রান্ত

মুশরিকদের পরামর্শের জায়গার নাম ছিলো 'দারুন নাদওয়া'।

ওরা এখানে বসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো। একদিন ওরা দারুন নাদওয়ায় পরামর্শ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো। সেদিন ওদের নেতা ছিলো উতবা ইবনে রাবীআ। উতবা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, মুহাম্মাদ! তুমি আসলে কী চাও বলোতো? কেনো তুমি আমাদের মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলছো?

তুমি কি সম্পদ চাও? তাহলে আমরা তোমার জন্য সম্পদের পাহাড় জমা করে দেব।

তুমি কি সমাজে তোমার যশ খ্যাতি চাও? তাহলে আমরা সবাই মিলে তোমাকে আমাদের নেতা বানাবো।

তোমার যদি মানসিক সমস্যা থাকে, তাহলে বলো, আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উতবার কথার উত্তরে কুরআন শরীফ থেকে সূরা হা-মীম আস সাজদাহ পুরোটা শুনিয়ে দিলেন।

উতবা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলো।

শুরু হলো অত্যাচার

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোভ দেখিয়ে যখন ইসলাম প্রচার বন্ধ করা গেলো না, তখন তারা শুরু করলো অত্যাচার আর ষড়যন্ত্র।

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম তো তোমরা শুনেছ? তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তার মালিক তাকে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে মরুভূমির বালুতে শুইয়ে রাখতো। শুধু তাই না। বুকের উপর চাপা দিয়ে রাখতো বড় একটা পাথর।

মাঝে মাঝে তার গলায় রশি বেঁধে রাস্তার ছেলেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হতো। তারা তাকে টেনে হেঁচড়ে শহরময় ঘুরতো। কষ্টের কারণে বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে হতো এখনই প্রাণ বের হয়ে যাবে। তবু তিনি মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে থাকতেন।

বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো আরো কতো মানুষকে যে ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হতে হয়েছে তার কোনো শেষ নেই। জুলুমের কারণে এদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়ে গেলেন। অনেকে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। তবুও কেউ ইসলাম ত্যাগ করলেন না।